সারসংক্ষেপ

বাক্যার্থবোধের স্বরূপ: ন্যায় ও বৈশেষিক মতের পর্যালোচনা

সমানতন্ত্ররূপে স্বীকৃত ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে যেসমস্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য বর্তমান, তার মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা অন্যতম। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ – এই চার প্রকার প্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে।[১] অপরপক্ষে বৈশেষিক দর্শনে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে।[২] শব্দকে নৈয়ায়িক অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও সাধারণতঃ বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেননি।[৩] শব্দ বা, বাক্য শ্রবণ জন্য উৎপন্ন শাব্দ বা, বাক্যার্থবোধের প্রমাত্ব বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য নেই। কিন্তু ন্যায় মতে শাব্দ বুদ্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমা। অপরপক্ষে বৈশেষিক মতে শাব্দ বুদ্ধি অনুমিতিরূপ প্রমার অন্তর্ভূক্ত, তদতিরিক্ত প্রমা নয় – এখানেই উভয় সম্প্রদায়ের মতভেদ।[৪] শব্দবুদ্ধি অতিরিক্ত প্রমারূপে গণ্য না হলে তার করণ শব্দ প্রমাণকে অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার করার অবকাশ নেই।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই একজন বক্তা বাক্যপ্রয়োগ করলে, ঐ প্রযুক্ত বাক্যশ্রবণপূর্বক উপস্থাপিত বাক্যার্থ বা পদার্থ সংসর্গ শ্রোতা উপলব্ধি করতে পারেন। এইটিই শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ। এই বাক্যার্থবোধ প্রমাত্মকও হয়। সাধারণতঃ বর্ণ, পদ, বাক্য

---

[১] "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।। ১/১/৩ ।।" – বাৎস্যায়ন, ১৯৯৭, *গৌতমীয় ন্যায়দর্শন বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যসহ,* অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাদিত), নিউ দিল্লী: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফিক্যাল রিসার্চ, পৃষ্ঠা:।

[২] বিভিন্ন কণাদসূত্রের মাধ্যমে এটি সূচিত হয়েছে, যেমন: –

"সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ।।

তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্।। ১০/১/২ – ১০/১/৩।।" – মহর্ষি কণাদ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, *বৈশেষিক - দর্শনম্,* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (অনুবাদক), কলিকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, পৃষ্ঠা: ১৮৫ – ১৮৬।

এছাড়া, বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত উপস্কারটীকাতেও অনুরূপ ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা: - "প্রমাণং দ্বিবিধং প্রত্যক্ষং লৈঙ্গিকঞ্চেতি যদ্বিভক্তং তত্র লৈঙ্গিকমিদানীং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে –

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্ ।। ৯/২/১।।" – শঙ্করমিশ্র, ১৯৬৯, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কার,* নারায়ণ মিশ্র (সম্পাদিত), বারানসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, পৃষ্ঠা: ৪৮৫।

[৩] যদিও নব্যবৈশেষিক ব্যোমশিবাচার্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী; তিনি তাঁর ব্যোমবতী গ্রন্থে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেছেন। কোনও কোনও বৈশেষিক দার্শনিক এমনকি কণাদ স্বয়ং শব্দ প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দিতে চাননি –এই পক্ষ সন্দিগ্ধ বলে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মনে করেন।

- কবিরাজ, গোপীনাথ, ১৯৮২, দ্য হিস্টোরি অফ বিবলিওগ্রাফি অফ ন্যায় বৈশেষিক লিটরেচার, বারণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি, পৃষ্ঠা: ২২।

[৪] মিশ্র, শ্যামাপদ, ২০০৯, "শাব্দবোধের প্রমান্তরত্বসিদ্ধি" ইন *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ইন্দ্রাণী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা (সম্পাদিত), কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ১২৭।

সকলেই শব্দ পদবাচ্য। [অর্থাৎ শব্দ বলতে পদকে, বর্ণকে যেমন বোঝায়, তেমন বাক্যকেও বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে পদ ও বাক্যের আলোচনা পৃথকভাবেই করা হয়েছে।[৫]] তবে ভারতীয় দর্শনে শব্দকে যখন প্রমাণ বলা হয় তখন সাধারণতঃ শব্দ বলতে বিশেষ বাক্যকেই বোঝানো হয়ে থাকে, পদ ও বর্ণকে নয়। কারণ বিশিষ্ট অর্থের অবধারণ যার থেকে হয় না তা "শব্দ প্রমাণ" রূপে পরিগণিত হয় না। ন্যায় মতে বিশেষ প্রকার বাক্য থেকে বিশিষ্ট অর্থের প্রমাত্মক বোধ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে ঐ বিশেষ প্রকার বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলা হয়।[৬] এই শব্দ – লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দ্বিবিধ। এই বাক্য থেকে বাক্যার্থবোধ বা, পদার্থসংসর্গবোধ বা, শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। সেই বাক্যার্থবোধ যে প্রমাত্মক – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। শব্দকে প্রমাণরূপে অস্বীকার করা বেদ প্রামাণ্যবাদী বৈশেষিকের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কি তাঁরা বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন কিন্তু লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন? এই পক্ষও সম্ভব নয়। কারণ লৌকিক বাক্যকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে দৈনন্দিন ব্যবহার অসম্ভব। সেই কারণে শাব্দবোধের প্রমাত্ব তথা প্রামাণ্য ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত। কিন্তু ন্যায় দর্শনে শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকৃত হলেও বৈশেষিক দর্শনে তা নয়। বৈশেষিক মতে শাব্দবোধ তাঁদের স্বীকৃত অনুমিতি প্রমারই অন্তর্গত। অতএব, বৈশেষিক শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এটি অনুমান প্রমাণই।[৭]

প্রমাণ হতে হলে তাকে প্রমার জনক হতে হবে। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গণ্য হতে গেলে স্বতন্ত্র প্রমার জনক হতে হবে। শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে গণ্য করা যায় যদি তা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন শাব্দবোধের জনক হয়। বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমিতি অতিরিক্ত শাব্দবোধের জনক নয়।[৮] কারণ শব্দ যে প্রক্রিয়াতে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন করে তা অনুমান প্রক্রিয়ার থেকে

---

[৫] শাব্দিক ও আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক শব্দশাস্ত্র স্বতন্ত্র একটি আলোচনার ক্ষেত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরপক্ষে মীমাংসক গণ বেদ বাক্যার্থ বিচারের নিমিত্ত বাক্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও গবেষণা গ্রন্থের কলেবর তথা ভার বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা এখানে উক্ত বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা থেকে নিবৃত্ত হয়েছি।

[৬] "বাক্যাভাব প্রাপ্তস্য সার্থকস্যাববোধতঃ।

সমপদ্যতে শাব্দবোধো ন তন্মাত্রস্য বোধতঃ।।১২।।" – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, শব্দশক্তি প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, , মধুসুদন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪১।

[৭] "শব্দাদিনামনুমানেঽন্তর্ভাবোঽনুমানাব্যতিরেকিত্বম্, সমানবিধিত্বাৎ সমানপ্রবৃত্তিপ্রকারত্বাৎ।" – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, ন্যায়কন্দলী, সম্পা. দুর্গাধর ঝাঁ, বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১২।

[৮] "প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকব্যাখ্যানেন শাব্দং ব্যাখ্যাতমিতি। যদ্বৈ প্রত্যক্ষেণোপলভতে লিঙ্গাঞ্চানুমিনোতি পরানেতদ্বোধয়িতুং ভূতদয়য়া শব্দং প্রযুঙ্ক্তেম। শব্দাঞ্চ যোঽর্থঃ প্রতীয়তে সোঽয়ং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামবগতইতি শব্দান্ প্রতীয়মানোঽর্থে প্রত্যক্ষমনুমানং বা প্রমাণং ন শব্দঃ।" – চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ১৮৮৭, *কণাদমহর্ষি–প্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্যসমেতম্,* কলিকাতা: সেরপুরনিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, পৃষ্ঠা: ২৮০।

অভিন্ন।[৯] অনুমিতি ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনে স্বীকৃত প্রমা। সেই কারণে শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি রূপে গণ্য করলে লাঘব পক্ষ অবলম্বিত হয়; তাকে অতিরিক্ত প্রমা রূপে স্বীকার করলে বরঞ্চ লাঘব পক্ষ ব্যাহত হয়।[১০] কেবলমাত্র শব্দ জন্য উৎপন্ন হয় বলেই যদি তাকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ বলে স্বীকার করতে হয় তবে জ্ঞানের অপরাপর অন্য প্রকারভেদও স্বীকার করতে হয়। যেমন আকার, ইঙ্গিত থেকেও তো জ্ঞান জন্মায়, তাদেরও কি আমরা স্বতন্ত্র বোধ বলে স্বীকার করি? তা যখন করি না, তখন শব্দ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকার্য নয়। সুতরাং শাব্দবোধ স্বতন্ত্র প্রমা নয়, তাই শব্দও স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়।[১১] কিন্তু বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতিই এই বিষয়টির নিশ্চায়ক কে? বৈশেষিক মতে শব্দ শ্রবণ হেতুক উৎপন্ন জ্ঞানের অনন্তর "অহং অনুমিনোমি" – এই আকারের অনুব্যবসায়ই তার নির্ধারক। অপরপক্ষে নৈয়ায়িক মতে বাক্যার্থবোধ যে শাব্দবোধই এই বিষয়ে প্রমাণ উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তির অনন্তর "অহং শাব্দয়ামি" – এই আকারের অনুব্যবসায়। জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর যে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় সেই অনুব্যবসায়ে জন্য জ্ঞানটির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় সেই বৈশিষ্ট্যই তার অন্যান্য প্রকার জ্ঞান থেকে তার ভেদের সূচক। কিন্তু একটি জ্ঞান একই সময়ে শাব্দ ও অনুমিতি উভয়ই হতে পারে না। কারণ, যে জ্ঞানটি অনুমিতি তা শাব্দ নয় আবার যে শাব্দ তা অনুমিতি নয়। তাহলে জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারক হিসাবে উভয় দর্শনে স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের ভূমিকা কতটুকু – এই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়।

বৈশেষিকসম্মত অনুমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত না হলে শব্দ শ্রবণ হেতু উৎপন্ন বাক্যার্থবোধ অনুমান প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন হয় – এই বৈশেষিক মতের সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয়। সেই কারণে বৈশেষিক স্বীকৃত অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে নৈয়ায়িক কি হেতু বাক্যার্থবোধকে অনুমিতিরূপে স্বীকার করেননি তার সম্যক বোধের জন্য নৈয়ায়িক সম্মত অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনাও একান্ত প্রয়োজন। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত অনুমানের স্বরূপ পর্যালোচনা উভয় দর্শনের মধ্যে এই বিষয়ে মতসাম্য ও মতপার্থক্য – এই উভয়ের উপলব্ধির পক্ষেও আমাদের সহায়ক হবে। আবার, নৈয়ায়িকগণ কেন বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধরূপেই স্বীকার করেন তা বোঝার জন্য নৈয়ায়িক সম্মত শাব্দবোধের

---

[৯] "শব্দোঽনুমানং ব্যাপ্তিবলেনার্থপ্রতিপাদকত্বাদ্ ধূমবৎ। সমানবিধিত্বমেব দর্শয়তি – যথেতি।..." – শ্রীধরভট্ট, ১৯৯৭, *প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্যম্ [পদার্থধর্মসংগ্রহ] ন্যায়কন্দলী টীকাসহিত*, দুর্গাধর ঝাঁ (সম্পাদিত), বারানসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা: ৫১২।

[১০] "অথ পদার্থস্মরণানন্তরং তেষাং মিথ সংসর্গাবগাহি যদ্ জ্ঞানং জায়তে, তদিদং কিমনুমিতিবিলক্ষণম্ উত তদ্রূপমেবেতি বিবাদঃ। তত্রাতিরিক্তকল্পনে মানাভাবাদনুমিতিরিত্যেবক্রমঃ।" – উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাদ্রাস: শ্রীবৎস প্রেস, পৃষ্ঠা: ২৮০।

[১১] "অবশ্যমীদৃশঃ পন্থাঃ শব্দপ্রমাণান্তরবাদিভিরপ্যন্যত্রানুসর্তব্যঃ। অন্যথা বাচিকব্যাপারাত্মনঃ শব্দস্যেব চেষ্টায়া অপি মানান্তরত্বাপত্তিঃ।" – উত্তমূর শ্রীবীররাঘবাচার্য্য, ১৯৫৮, *কণাদমুনিপ্রণীতম্ বৈশেষিক দর্শনম্ শ্রীবীররাঘবাচার্য্যবিরচিত রসায়ন টীকাসহ*, ম্যাদ্রাস: শ্রীবৎস প্রেস, পৃষ্ঠা: ২৮৬।

স্বরূপও আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। শব্দ শ্রবণ জন্য বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় – এই কথা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনেই স্বীকৃত হলেও শব্দ শ্রবণপূর্বক এই বাক্যার্থবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়ার কতটুকু অংশ উভয়মত সম্মত, কোন্ অংশেই বা তাদের মধ্যে প্রভেদ তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শব্দ শ্রবণ হেতুক যে বাক্যার্থবোধ জন্মে তার স্বরূপ উভয় দর্শনে ভিন্ন হওয়ায় অবশ্যই তাদের মধ্যে বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকা অংশেও মতপার্থক্য আছে। নৈয়ায়িকসম্মত শাব্দবোধের স্বরূপ আলোচনা, নৈয়ায়িক বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের কিরূপ ভূমিকা স্বীকার করেন তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। শাব্দবোধের উৎপত্তি প্রক্রিয়া যে অনুমান উৎপত্তির থেকে স্বতন্ত্র তাও এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট হবে। অনুমিতির কারণ, করণ যে শাব্দবোধের কারণ ও করণ থেকে ভিন্ন তাও প্রতিপন্ন হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে বৈশেষিক কি সমস্ত অনুমিতিকেই বাক্য শ্রবণ হেতু উৎপন্ন হয় বলে স্বীকার করেন? উত্তর হচ্ছে না। কারণ, তাঁরা স্বার্থানুমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যার উৎপত্তিতে শব্দের কোনও ভূমিকাই নেই। সুতরাং তাঁরা সমস্ত অনুমানই যে শব্দ থেকে উৎপন্ন হয় – এমন কথা স্বীকার করেন না। বাক্য শ্রবণ হেতুক যে বাক্যার্থ বোধ উৎপন্ন হয় তা হল অনুমিতি। কিন্তু এমন অনুমিতির স্থলও তাঁরা স্বীকার করেন যার উৎপত্তি শব্দ নিরপেক্ষ। আবার বৈশেষিক দর্শনে পরার্থানুমানের অস্তিত্বও স্বীকৃত। এইরূপ অনুমানের উৎপত্তিতে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব সমুদয় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। প্রশ্ন থেকে যায়, বাক্যার্থের বোধকে অনুমিতি রূপে স্বীকার করেন বলেই কী তাঁরা পরার্থানুমিতি তথা পরার্থানুমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে বৈশেষিকসম্মত পরার্থানুমানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। তার ফলে আমাদের উত্থাপিত উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তি সম্ভব হবে। অপরপক্ষে নৈয়ায়িকগণ বাক্যার্থবোধকে অনুমিতি রূপে স্বীকার না করলেও ন্যায় সাধ্য পরার্থানুমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ন্যায় বলতে তাঁরা উচিতানুপূর্বিক প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমুদয়কে বোঝেন। উভয় দর্শনে স্বীকৃত পরার্থানুমানের স্বরূপ ব্যাখ্যা না করে পরার্থানুমানের স্বরূপ বিষয়ে উভয়ের মতের সাম্য ও অসাম্য কোন বিষয়ে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বাক্যার্থবোধের উৎপত্তিতে শব্দের ভূমিকা বিষয়ে অবশ্যই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক মতে এই ভূমিকা কীরূপ – এই বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির জন্য বৈশেষিক সম্মত পদপক্ষক অনুমান এবং পদার্থপক্ষক অনুমানের স্বরূপ আলোচনা করা প্রয়োজন। বৈশেষিক উপস্থাপিত এই দুই প্রকার অনুমানের উপস্থাপনা করে তাদের মাধ্যমে অনুমানের স্বরূপ তথা অনুমেয় –এর স্বরূপ, অনুমানের পক্ষ, হেতু ইত্যাদি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বৈশেষিক সম্মত পদ পক্ষক অনুমান ও পদার্থ পক্ষক অনুমান দ্বয়ের মধ্যে পদপক্ষক অনুমান বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। কারণ উক্ত প্রকার অনুমানের দ্বারা সরাসরি পদার্থ সংসর্গ অনুমিত না হলেও বক্তার পদার্থ সংসর্গের জ্ঞান

শ্রোতার অনুমিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় তার সাহায্যে বাক্যার্থের অনুমিতি কীরূপে সম্ভব? এই বিষয়ে বৈশেষিকের সম্ভাব্য যুক্তি কী? এই যুক্তির পশ্চাতে কাজ করছে কোন্ কোন্ পূর্বস্বীকৃতি? তাদের গ্রহণযোগ্যতাই বা কতোখানি? এই বিষয় বিবেচনার জন্য পূর্বস্বীকৃতির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তির আলোচনা করে এই বিষয়ে বৈশেষিকের বক্তব্য জানতে হবে অর্থাৎ বৈশেষিক কীভাবে এই আপত্তিগুলির উত্তর দেবেন বা দিতে পারেন তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রশ্ন থেকে যায় এই আপত্তি নৈয়ায়িকের স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের বিরুদ্ধেও কি উত্থাপন করা সম্ভব? এই বিষয়ে নৈয়ায়িকের বক্তব্য কি? আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, বাক্যশ্রবণ থেকে বাক্যার্থ জ্ঞান জন্মে। সেই বাক্যার্থ জ্ঞান আবার প্রবর্তকও হয় অর্থাৎ বাক্যার্থ জ্ঞানপূর্বক বাক্যার্থ বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় – একথা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক উভয়েই স্বীকার করেন, কিন্তু প্রশ্ন হল, বাক্যার্থবোধের যে স্বরূপ বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন তা কি এই প্রবৃত্তির উৎপত্তির যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারবে? নৈয়ায়িক পক্ষ থেকেও কি এইরূপ প্রবৃত্তির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব? তা ভেবে দেখতে হবে। বৈশেষিক সম্মত পদ পক্ষক অনুমানের বিরুদ্ধে অন্যান্য কোন স্বতন্ত্র আপত্তির অবকাশ আছে কি না তাও আলোচনার অপেক্ষা আছে। তার উত্তর বৈশেষিক পক্ষ থেকে কতদূর দেওয়া যেতে পারে তা আলোচনার দাবী রাখে। বৈশেষিক সম্মত পদার্থপক্ষক অনুমানের দ্বারা উপস্থাপিত বক্তব্যও বা কতটা গ্রহণযোগ্য? বাক্যার্থবোধ যে অনুমিতি – এই পক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কি কি সমালোচনা হতে পারে, তা চিন্ত্যনীয়। এই বৈশেষিকমতের বিপক্ষে উপস্থাপিত আপত্তির উত্তর কি বৈশেষিক পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব? – তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। তবে বৈশেষিকগণের পক্ষ খণ্ডন করাই নৈয়ায়িক পক্ষ স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নৈয়ায়িক মতের পক্ষেও সাধক যুক্তির পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বাক্যার্থবোধের শাব্দত্ব প্রতিষ্ঠার্থে নৈয়ায়িক পক্ষের যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা কতোখানি তাও ভেবে দেখতে হবে।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনাপূর্বক আমরা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। প্রথমতঃ যদি বাক্যার্থের জ্ঞানের যথাযথ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেক্ষেত্রে দুটির মধ্যে কোন্‌টি স্বীকার করলে লাঘব পক্ষ রূপে বিবেচিত হবে – এই প্রশ্নের অবকাশ থাকে। কিন্তু বৈশেষিক পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলির কতদূর যথাযথ উত্তর প্রদান সম্ভব তা কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। তার বিরুদ্ধে নানা আপত্তির অবকাশ থেকেই যায়। এমতাবস্থায় লাঘব যুক্তি বৈশেষিক পক্ষে কতোটা কার্যকর হবে – এই প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। দ্বিতীয়তঃ উভয় দর্শনই তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক মতের সঙ্গে প্রবৃত্তি বিষয়ক মতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি উভয় পক্ষেই অনুব্যবসায় বাক্যার্থবোধের স্বরূপ নির্ণায়ক রূপে স্বীকৃত হলেও এই স্থলে কোনও পক্ষই অপর মতে যে প্রকার অনুব্যবসায়ের কথা বলছেন তাকে অস্বীকার করতে পারেন না একথা ঠিক।

কিন্তু এক্ষেত্রে অনুব্যবসায়কে উৎপন্ন জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় পক্ষে একমাত্র নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।[১২] যেহেতু উভয় মতের বিরুদ্ধেই নানা রকম আপত্তির উত্থাপন করা সম্ভব তাই সেই আপত্তিগুলির সমাধান যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও পক্ষ স্বীকৃত অনুব্যবসায়কেই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কোনও পক্ষে স্বীকৃত অনুব্যবসায়কে প্রমাণরূপে স্বীকার করার জন্য উভয় মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সম্ভাব্য আপত্তিগুলির যথাযথ পর্যালোচনা প্রয়োজন। বস্তুতঃ জ্ঞানটির স্বরূপ কী তা নির্ধারণের জন্য জ্ঞানটির উৎপত্তি প্রক্রিয়া, তার কারণ, করণ এবং উৎপন্ন জ্ঞানটি প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জগদীশ তাঁর *শব্দশক্তি প্রকাশিকা* গ্রন্থে বাক্যার্থবোধকে অতিরিক্ত শাব্দবোধ প্রমাণার্থে উক্ত জ্ঞানের কারণ, করণ, উৎপত্তি প্রক্রিয়া, উৎপন্ন জ্ঞানটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিরোধী পক্ষ থেকে এই মতের বিরুদ্ধে যে যে সম্ভাব্য আপত্তির উত্থাপন সম্ভব তার যথাযথ উত্তর এই মতের দিক থেকে দেওয়া সম্ভব কি না তা বিশ্লেষণ করেছেন। এইভাবে বৈশেষিক পক্ষের বিরুদ্ধেও উত্থাপিত সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপনপূর্বক বৈশেষিক মতের দিক থেকে তার খণ্ডন সম্ভব কি না তা পর্যালোচনা করেছেন। কেবলমাত্র অনুব্যবসায়কে এই ক্ষেত্রে কোনও পক্ষের একমাত্র নির্ণায়করূপে গ্রহণ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে জগদীশের উক্তি "বিশিষ্টমতেরানুভবিকত্বাদন্যথানুমিতেরপ্যপলাপাপত্তেঃ..." বিশেষভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে।[১৩]

---

[১২] But following Phaṇibhūṣaṇa Tarkavāgīśa one may say that according to the Vaiśeṣika–s every śabda jñāna is apprehended in second order perception as anumiti (cf. Phaṇibhūṣaṇa first edition Vol. 2, p.280). A Naiyāyika, however, would still offer the argument which Jagadīśa noted in the passage "Viśiṣṭamaterānubhavikatvāt anyathā anumiterapyapalapāpatteḥ" (Jagadīśa 1973, p. 7). I would therefore suggest that a more reasonable formulation of the Vaiśeṣika position would be that we do indeed have anuvyavasāya or second order perception of the form "śābdayāmi". But since strong reasons are there to the contrary this experience (or, the form of it) cannot be taken literally. It is to be carefully analysed before it can be accepted as an evidence (pramāṇa) for certain distinct objective property (śābdatva) of a distinct kind of experience (called śābda). Thus we do not admit darkness to have movement even though taken apparently and in its face value the experience "Tamaścalati", seems to reveal such a thing. – মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত কুমার, ১৯৯১, *দ্য ন্যায় থিওরি অফ লিঙ্গুয়িস্টিক পারফরমেন্স (এ নিউ ইন্টারপ্রিটেশন অফ তত্ত্বচিন্তামণি)*, কলকাতা: কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানী (ফর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি), পৃষ্ঠা: ৩৫৫।

[১৩] "বিশিষ্টমতেরানুভবিকত্বাদন্যথানুমিতেরপ্যপলাপাপত্তেঃ..." – জগদীশ তর্কালঙ্কার, ১৯৮০, *শব্দ শক্তি প্রকাশিকা* (প্রথম খণ্ড), মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, পৃষ্ঠা: ১৪।